بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الرقى والتمائم

ঝাড় ফুঁক ও তাবিজ কবজ এর শরঈ বিধান

رقى রুক্বা শব্দটির এক বচন রক্বিইয়াহ। তা হচ্ছে এমন সব দৃঢ় সংকল্প বিজড়িত শব্দ সমষ্টি যা রুগীর উপর পাঠ করা হয়, থু থু মিশ্রিত ফুঁক প্রদানের সাথে।

প্রকারান্তরে রক্বিইয়াহর বিধান বিভিন্ন। যেমনটি অচিরেই বর্ণনা করবো। কিন্তু তামীমাহ (তাবিজ) হচ্ছে দানা জাতীয় বা আবরণ (লোহা বা তামা দ্বারা তৈরী তাবিজের উপাদান সংরক্ষণের ক্ষুদ্র পাত্র) যা শিশু, বড় মানুষ ও অন্যাদের সাথে বদনযর ঠেকানোর জন্য ঝুলানো হয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীছে ঝাড়ফুঁক ও তাবীজ-কবজ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা এসেছে।

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك (صحيح، رواه ابوداؤد وابن ماجة)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ ও তিওয়ালাহ্ (স্বামী-স্ত্রীর বা যুবক-যুবতীর মাঝে আকর্ষণ সৃষ্টির বিশেষ প্রক্রিয়া) সবই শিরক। (হাদীছটি ছহীহ, আবু দাঁউদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন)।

আরো এর নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হলো এই ঘটনাঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) তার স্ত্রী যাইনাবের নিকট একখানা সুতা দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (ইহা কেন?)। তিনি (স্ত্রী) বলেছিলেন ইহা একখানা সুতা যা তার চক্ষুর ব্যাধির জন্য পড়ে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ উহাকে কেটে দিয়ে বলেছিলেন,

إن ال عبد الله لأغنياء عن الشرك إنما ذلك

الشيطان ينخسها حتى إذا رقى ذلك اليهودي سكنت وإنما يكفيك أن تقولى: أذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلاشفاؤك شفاء لا يغادر سقما (صحيح، رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم)

নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহর বংশধর শির্ক থেকে মুক্ত। নিশ্চয় উহা (যেই রোগ তুমি অনুভব করে থাকো তা হচ্ছে) শয়তানের আঘাত। যখন ঐ ইহুদী তার মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয় তখন তার ব্যথা থেমে যায়। এ ব্যাপারে তোমার জন্য একথা বলাই যথেষ্ট ছিল :

"আযহিবিল বা'স রব্বান্নাস আশ্‌ফি আন্‌তাশ্‌ শাফী লা-শিফআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লাইয়ুগাদিরু সাক্বামা"

অর্থাৎ হে মানব কুলের প্রতিপালক আমার অসুবিধা (রোগ) নিয়ে যাও এবং আমাকে আরোগ্য দান কর, তুমি শিফা (আরোগ্য) দানকারী, তুমি ছাড়া

নেই কেউ (আরোগ্য) দানকারী। এমন আরোগ্যই দান কর যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখোনা। (হাদীছটি ছহীহ্, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন; বাংলা মিশকাত (নুর মোহাম্মদ আযমী) ৮নং খণ্ড হাদীছ নং-৪৩৫৩)।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:)-এর উপরোক্ত হাদীছ এই নির্দেশ করে যে, এই তিনটি বিষয় তথা শির্ক ও কুফরী কথার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ, তিওয়ালা (সম্পর্ক সৃষ্টির বিশেষ প্রক্রিয়া) সবই শির্ক। কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। ঐ ঝাড়ফুঁক হারাম ও শিরক যা কোন প্রকার শিরক সম্বলিত হয়, যেমন গাইরুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা সম্বলিত কথার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা

অতএব, বৈধ ঝাড়ফুঁক ওকেই বলা হবে যার ভিতর শিরকের লেশ মাত্র থাকে না।

তাহলে বুঝা যায় যে, ঝাড়ফুঁকের নিষেধজ্ঞাটি সাধারণভাবে ব্যবহার্য নয়, বরং ঝাড়ফুঁক বৈধকারী

সতন্ত্র দলীল রয়েছে। যার মধ্য হতে ঐক্যমতে বিশুদ্ধ একটি হাদীছ হলো এই ঃ

"لا رقية إلا من عين أو حمة" (متفق عليه)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঝাড়ফুঁক বৈধ নয়। কিন্তু বদনযর ও বিচ্ছুর বিষ নামানোর জন্য বৈধ

চক্ষুলাগা বা বদনযর বলা হয় ঐ ব্যাধিকে যা কোন ব্যক্তি কর্তৃক আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দানের ফলে মাশাআল্লাহ বলে আল্লাহর স্মরণ না করার কারণে সৃষ্টি হয় আর এমনটি হওয়া সত্য। চক্ষুর এ ধরনের প্রভাবের কথা ছহীহ দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত।

দলীল সমূহের মধ্যে একটি দলীল হলো এ হাদীছটি (متفق عليه) "العين حق।" রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চক্ষুর প্রভাব সত্য। (বুখারী ও মুসলিম)

ছাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– যা তাঁর পূর্বে করতেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

إعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى مالم تكن شركا" (رواه مسلم والترمذي)

তোমরা আমার নিকট তোমাদের ঝাড়ফুঁকের কালামগুলি পেশ কর। শিরক না হলে তো ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই। (মুসলিম ও তিরমিযী)

স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং তিনি ঝাড়ফুঁক সমর্থন করেছেন। বহু হাদীছ দ্বারা এ সব প্রমাণিত হয়েছে।

উপরোক্ত কথার প্রেক্ষিতে বুঝা যায় ঝাড়ফুঁক কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে জায়েয ঃ

১। কুরআন, সুন্নাত (বা হাদীছ), আল্লাহর নাম ও গুণাবলী কিংবা পূর্বসুরী (ছাহাবাহ তাবেঈ) থেকে বর্ণিত দু'আ সমূহ দ্বারা হতে হবে।

২। আরবী ভাষায় হতে হবে, কিন্তু যদি আরবী ভাষা শুদ্ধ করে পাঠ করতে না পারে তবে সেই দু'আটি নিজ ভাষায় অনুবাদের সময় কিতাব ও সুন্নাহর সাথে মিল হওয়া শর্ত।

৩। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই, আরোগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এটা কেবল চিকিৎসার শরীয়ত সম্মত উপায় সমূহের একটি উপায়।

তাবিজ-কবজ

তাবিজ-কবজ কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। তা ঝুলানো বা ধারণ করা হারাম। ক্ষেত্র ও অবস্থা বিশেষে

শিরকে আকবার (বড় শিরকের) পর্যায়ভুক্তও হতে পারে, যদি তার দ্বারা কল্যাণ আহরণ ও অনিষ্ট দমনের বিশ্বাস রাখা হয়।

আব্দুল্লাহ বিন উকাইম থেকে ছহীহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

من تعلق شيا وكل إليه (حسن، رواه الترمذي وأحمد)

যে ব্যক্তি কোন কিছু (তাবিজ) ঝুলায় তাকে ঐ বস্তুটির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয় (আল্লাহ তার দায়িত্ব নেন না)। [হাদীছটি হাসান, তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة, فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك (رواه أحمد والحاكم وصححه الالباني في الصحيحة ٤٩٢ (فتح المجيد)

উক্ববাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি (দশ সদস্য বিশিষ্ট) দল আসলে; নয় জনের বাই'আত গ্রহণ করেন এবং একজন থেকে বিরত হন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নয় জনের বাই'আত গ্রহণ করলেন আর একজন থেকে বিরত হলেন (কারণ কি?)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার গায়ে তাবিজ রয়েছে। এতদশ্রবণে সে ব্যক্তি যথাস্থানে হাত প্রবেশ করে তা

কেটে ফেলল। ফলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় সে শির্ক করে।"

(হাদীছটি ইমাম আহমদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন। ছহীহাহ ৪৯২; ফতহুল মাজীদ)

عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أوتقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا برئ منه رواه أحمد والنسائي، وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ٧٧٨٧

রুওয়াইফি' (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে রুওয়াইফি' সম্ভবতঃ তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে জানিয়ে দাও, যে

ব্যক্তি দাঁড়িতে গিরাবন্ধন করে, সুতা ধারণ করে কিংবা চতুষ্পদজন্তুর মল অথবা হাড্ডি দ্বারা সৌচকার্য সম্পাদন করে নিশ্চয় মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুক্ত (হাদীছটি আহমাদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামি' হাঃ নং ৭৭৮৭)।

হাদীছে উল্লেখিত تقلد وترا সুতা ঝুলানো বলতে মানুষ ও পশু উভয়েরই গলায় ঝুলানো উদ্দেশ্য। তাবিজ-কবজও এর শামিল হবে (ফতহুল মাজীদ)।

আরো একটি বর্ণনা,

رأى حذيفة رجلاقد ربط على بده خيطا من الحمى فقطعه حذيفة ثم تلاقوله تبارك تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون (سورة يوسف ١٠٦) (رواه ابن وكيع في جامعه وابن ابي حاتم وابن كثير في تفسيره)

হুযাইফাহ্ (রা:) এক ব্যক্তির (রোগ শয্যায় তাকে পরিদর্শনের জন্য যেয়ে তার) হাতে জ্বরের কারণে সুতা বাঁধা দেখলে তিনি তা কেটে ফেলেন। এবং আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করেন। "তাদের অধিকাংশই ঈমান পোষণ করেনা বরং তারা মুশরিকই রয়েছে।" হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু অকী, ইব্নু আবী হাতিম ও ইবনু কাছীর (আক্বীদা নির্দেশিকা)

কুরআন দ্বারা বা কুরআন ব্যতিরেকে হোক সমান ভাবে সর্বপ্রকার তাবিজ কবজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সমর্থন বহু দলীল বিদ্যমান রয়েছে। যারা কুরআন দ্বারা তাবিজ করার অনুমতি দান করেছেন তাদের কথা ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়। কারণ তাদের অনুমোদন দলীল নির্ভর নয়। প্রত্যেক মতভেদ ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে না, বরং ঐ মতবেদ ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যার কোন অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং যে সমস্ত আবরণ

(তাবিজ) কুরআন থেকে লিখে রুগীর গায়ে ঝুলানো হয় ইহাও বৈধ নয় বরং হারাম। এ সকল তাবিজ এবং সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম তাবিজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর তা নিম্নোক্ত কারণ সমূহের জন্য ঃ

১। তাবিজ কবজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ভাবে (আম) নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং এই সাধারণ ভঙ্গির স্বতন্ত্রতা জ্ঞাপক (খাছ) কোন দলীল আসেনি। আর মূলনীতিগত ব্যকরণের কথা এই যে, সাধারণ ভঙ্গি তার সাধারণ অবস্থাতেই থাকবে যে পর্যন্ত বিশিষ্টকারী দলীল না আসবে। আর বাস্তবেও কুরআন দ্বারা তাবিজ কবজ বৈধ হওয়ারে ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে সতন্ত্রকারী কোন দলীল নেই।

২। কুরআন দ্বারা তাবিজ ভরে ঝুলানো কুরআনের অবমাননা ও কুরআন নিয়ে খেল তামাশা করার শামিল। কারণ, এতে করে কুরআনকে ময়লা, অপবিত্র ও এমন স্থানে উপস্থাপন করা প্রযোজ্য হয়, যে সকল স্থান থেকে কুরআনকে পবিত্র রাখা অনিবার্য।

৩। শির্কের মাধ্যম বন্ধ করণার্থে- কারণ, যদি কুরআন দ্বারা তাবিজ কবজ ঝুলানোর অনুমতি দেয়া হয় তবে এর কারণে কুরআন ছাড়াও তাবিজের প্রচলন ঘটবে। আর বাস্তবে এমনটি ঘটেও গেছে।

৪। এমন আচরণ (কুরাআন দ্বারা তাবিজকরণ) পূর্বসুরী মনীষীদের (ছাহাবী, তাবেঈগণের) থেকে সাব্যস্ত হয়নি। এ মর্মে ছাহাবাদের দিকে যে সমস্ত উক্তি সম্পর্কিত করা হয় এগুলির কিছুই ছহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি। এ প্রকারের তাবিজ কবজ যদি শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করতেন এবং আমাদের নিকট ছহীহ সূত্রে সংকলন করা হতো। কারণ প্রয়োজনের সময় থেকে বর্ণনা বিলম্বিত করা জায়েয নয়।

আমাদের যুগে কিছু জীবিকা সঞ্চয়কারীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা মানুষকে কাগজপত্রে তাবিজ লিখে দেন। তারা এসব ঝুলিয়ে রোগারোগ্য কামনা

করে মূলতঃ তারা এসব করে অন্যায় পথে মানুষের থেকে সম্পদ ভক্ষণ এবং তাদের দ্বীনধর্ম ও আক্বীদাহ ধ্বংস করার জন্য।

এজন্য খাঁটি মুসলিমের উচিত তাদের থেকে সতর্ক হওয়া এবং তাদের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করা থেকে বিরত হওয়া। কেননা এরা আল্লাহর গ্রন্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় এবং দুর্বল ঈমান সম্পন্ন লোকদেরকে তাদের কবিরাজী দ্বারা ধোঁকা প্রদান করে থাকে।

عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة (رواه وكيع في جامعه، فتح المجيد ١٧٦)

বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন জুবাইর (র:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ কেটে ফেলে তার জন্য একটি দাস স্বাধীন করার ছওয়াব রয়েছে।

হাদীছটি ওয়াকী তার জামে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি মুরসাল হলেও বিধানের ক্ষেত্রে মারফু' হাদীছের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, এরূপ কথা বিবেক থেকে বলা সম্ভব নয়। (ফতহুল মাজীদ)

অকী, ইবরাহীম নাখাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন,

قال كانوا يكر هون التمائم كلها من القران وغير القران

তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন যে, তারা (ছাহাবাগণ) সকল প্রকার তাবিজ কবজ ঘৃণা করতেন, কুরআন দ্বারা তৈরীকৃত হোক বা অন্য কিছু দ্বারা তৈরী কৃত হোক।" (ফাতহুল মাজীদ)

ফাতহুল মাজীদের এসেছে- 'তাঁরা' বলতে উদ্দেশ্য ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর কৃতি শিষ্যগণ।

- o -